যায়যায়দিন

তারিখ 20 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নানামুখী সমস্যায় শাবিপ্রবি

উচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলোর সংস্কার প্রয়োজন

শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশের খুব কম শিক্ষার্থীর পক্ষেই সম্ভব হয় সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত আসতে পারা। আর নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে যারা আসতে সক্ষমও হয় তারাও নিশ্চিত হতে পারে না সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে সফল ক্যারিয়ার গড়তে পারবে কি না। এ অনিশ্চয়তার সবচেয়ে বড় কারণ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দৈন্য এবং উচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলোর অস্থিতিশীলতা।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) ওপর প্রকাশিত যায়যায়দিনের ধারাবাহিক রিপোর্ট থেকে আমরা প্রতিষ্ঠানটির যে চিত্র খুঁজে পাই তা সত্যিই দুঃখজনক। ১৯৯১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু করে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি)। প্রতিষ্ঠার চার-পাঁচ বছরের মধ্যে উন্নত শিক্ষা ও সেশনজটমুক্ত পরিবেশের কারণে দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় এ শিক্ষাঙ্গনটি। কিন্তু পরের বছরগুলোয় নোংরা ছাত্র রাজনীতি ও প্রশাসনে দলীয়করণের ফলে ধীরে ধীরে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে শীর্ষস্থানীয় এ বিশ্ববিদ্যালয়টির ঈর্ষণীয় সুনাম। খুন, ধর্ষণ, ক্যাম্পাস ও হল দখল করে আধিপত্য বিস্তার, অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল, শাকসু ও ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে অর্থ লুটপাটসহ হাজারো অপকর্মে মুখ থুবড়ে পড়ে এর শিক্ষা কার্যক্রম।

জানা যায়, একাডেমিক কার্যক্রম শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ বছরে ক্যাম্পাসে খুন হয়েছে তিন ছাত্র, ধর্ষণের শিকার হয় এক ছাত্রী, শাকসু ও ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে লুটপাট করা হয়েছে কয়েক লাখ টাকা, হুমকি দেয়া হয়েছে বহু শিক্ষককে, দলীয় পরিচয় ও প্রভাব খাটিয়ে নিয়োগ পেয়েছেন দেড় শতাধিক শিক্ষক-কর্মকর্তা। ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠার পর প্রথম পাঁচ বছর কোনো সেশনজট না থাকলেও এখন তা স্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকা, ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্বে পরীক্ষা নেয়া এবং ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা শাবিপ্রবির সেশনজটের অন্যতম কারণ। ফলে চার বছরের স্নাতক কোর্স শেষ করতে সাত বছর এবং এক বছরের মাস্টার্স কোর্স শেষ করতে শিক্ষার্থীদের অপেক্ষা করতে হয় দুই থেকে আড়াই বছর। আর এ কারণে শাবিপ্রবির শিক্ষার্থীদের মানসিক যন্ত্রণার অন্য নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে সেশনজট।

> এ চিত্র শুধু শাবিপ্রবির নয়, দেশের বেশিরভাগ উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে এখন এ অবস্থাই বিরাজ করছে। তীব্র প্রতিযোগিতায় সেরা মেধার পরিচয় দিয়ে মেধাবীরা এসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও পিছিয়ে পড়ছে সেশনজটের কারণে। আর সেশনজটে পিছিয়ে পড়ার কারণে ছাত্রছাত্রীরা চাকরির ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ছে।

এ চিত্র শুধু শাবিপ্রবির নয়, দেশের বেশিরভাগ উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে এখন এ অবস্থাই বিরাজ করছে। তীব্র প্রতিযোগিতায় সেরা মেধার পরিচয় দিয়ে মেধাবীরা এসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও পিছিয়ে পড়ছে সেশনজটের কারণে। আর সেশনজটে পিছিয়ে পড়ার কারণে ছাত্রছাত্রীরা চাকরির ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ছে। এর ফলে তাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে এক ধরনের হতাশা। এ হতাশার ফলে ছাত্রছাত্রীরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি সার্বিকভাবে দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্থিতিশীলতা, অনিয়ম ও সেশনজট- এর সবই এক সূত্রে গাঁথা। আর তা হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের আন্তরিকতা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাব। তার ওপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তো আছেই। দেশকে শিক্ষায় উন্নত করতে হলে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার আগে করতে হবে। শাবিপ্রবির মতো যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমন হাজারো অনিয়মে ভরে আছে সেগুলো সংস্কারে সরকারের দ্রুত মনোনিবেশ করা উচিত।